Sanatan Dharma

শান্তি মন্ত্রঃ

শান্তি মন্ত্র

শান্তি শব্দের আসল অর্থ - বিঘ্নরহিত উদ্বেগ শূন্য আনন্দময় জীবন।বিঘ্ন তিন প্রকার- আধ্যাত্মিক বিঘ্ন শারীরিক ব্যাধি, মানসিক অস্থিরতা, অঙ্গহানি ইত্যাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন সাপে কামড়ানো, বাঘে ধরা ইত্যাদি। অধিদৈবিক বিঘ্ন প্লাবন, মহামারী, খরা ইত্যাদি। এই তিনরকম বিঘ্ন নাশ করতে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয় এবং শেষে তিনবার 'ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ,ওঁ শান্তিঃ' বলা হয়।

ওঁ সহনাববতু , সহনৌ ভুনক্তু , সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বীনাবধীতমস্তু , মা বিদ্বিষাবহৈ ।।
ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ,

(পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন এবং উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন ;আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি ;আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা সফল হোক ;আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

....
....

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ,

পরব্রহ্ম পূর্ণ, নামরূপ ব্রহ্মও পূর্ণ ;পূর্ণ থেকে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের পূর্ণত্ব বিদ্যা সহায়ে গ্রহণ করলে পূর্ণই (পরব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

....
....

ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। গাতুং যজ্ঞায়।
গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবীঃ স্বস্তিরস্তু নঃ।
স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ। ঊর্ধ্বং জিগাতু ভেষজম।
শং নো অস্তু দ্বিপদে। শং চতুষ্পদে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অর্থাৎ,

মঙ্গলময় সেই ব্রহ্মকে আমরা বরণ করি। তাঁকে যজ্ঞে স্তুতি করার জন্য যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে আমরা বরণ করি। আমাদের আধিদৈবিক বিষয়ে শান্তি হোক। মানুষের সঙ্গে সকল সম্পর্ক শুভ হোক। উর্ধলোক সম্বন্ধে হিতকর গান হোক। মানুষ, পক্ষী ও গবাদি পশু সকলের মঙ্গল হোক। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হোক।

....

....

ওঁ অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং,
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অর্থাৎ,
অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে/আলোতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

ওঁ সর্বেসাম স্বস্তি ভবতু ।
সর্বেসাম শান্তিঃ ভবতু ।
সর্বেসাম পূর্ণম ভবতু ।
সর্বেসাম মঙ্গলম ভবতু ।
সর্বে ভবন্তু সুখীনাঃ ।
সর্বে সান্তু নিরামায়ঃ ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু ।
মা কসচিদ দুঃখ- ভাগবেত ।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

অর্থঃ সর্বত্র স্বস্তি, শান্তি, সম্পদের পূর্ণতা আসুক। সকলের মংগল হোক, রোগের নিরাময় হোক, সব জায়গায় প্রশান্তি বিরাজ করুক এবং সকলের সকল দুঃখ দূর হোক। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি তিনবার শান্তি পাঠের প্রয়োজন কেন?

এর সঠিক অর্থ হচ্ছে"হে ঈশ্বর,আত্মজ্ঞান লাভের সকল বাধাবিঘ্ন দুর করূন"। তিন প্রকার বাধা দুর করার জন্য তিনবার শান্তি: বলা হয়। তিনটি বাঁধা হল-

১. আধ্যাত্মিক- আত্মায় ও শরীরে অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মূর্খতা এবং জ্বর পীড়াদি হয়।
২. আধিভৌতিক- যাহা শত্রু, ব্যাঘ্র এবং সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
৩. আধিদৈবিক- যাহা অতিবৃষ্টি, অতিশীলা, অতিউষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের অশান্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

হে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) আপনি আমাদেরেকে এই বিবিধ ক্লেশে হতে দূরে রাখিয়া সর্বদা কল্যাণ কর্মে প্রবৃত্ত করুণ। কেননা, আপনিই কল্যাণস্বরূপ সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধার্মিক ও মুমুক্ষদের কল্যাণদাতা।
অতএব তা আপনি স্বয়ং নিজ কৃপায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যেন সকল

Published on: Jan, 14 2023 13:43

জীব ধর্মাচরণ করে, অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ও দুঃখ হতে দূরে থাকে।

আমি রোজই এটা পাঠ করি।আর সত্যই মনে অনেক শান্তি পাই।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

Published on: Jan, 14 2023 13:43